গুড প্যারেন্টিং

(সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়)

নেসার আতিক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

মাতা-পিতার সবচেয়ে বড়ো প্রজেক্ট সন্তান। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে সন্তানের কুসুমাস্তীর্ণ পথ নির্মাণে মা-বাবা ক্লান্তিহীন। বিশ্বায়নের এই সময়টা বেশ বড়ো ধরনের অস্থিরতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একুশ শতকের এই সময়ে এসে সন্তান প্রতিপালনের ধারণা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি আর সামষ্টিক নৈতিকতার অভাববোধের মধ্য দিয়েই সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নির্মাণের চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বে প্যারেন্টিং ভাবনা তুমুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় প্যারেন্টিং নিয়ে মোটাদাগে কিছু ধারণার উন্মেষ হলেও সেই অর্থে বিস্তারিত বোঝাপড়া নেই। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আমাদের উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার প্রবল স্রোতের মধ্যেও আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনও নৈতিকতা ও আদর্শের চর্চাকারী ব্যক্তি-পরিবার নেহায়েত কম নয়। অনেক খারাপ সংবাদের মাঝেও স্বস্তির কথা এটাই যে, এখনও মুসলিম সমাজ কাঠামোতে পরিবার নামে একটা প্রাণোচ্ছল ব্যবস্থাপনা আছে; যা তথাকথিত আধুনিক সমাজে অনুপস্থিত। আমাদের গর্ব ও অর্জনের এই কাঠামোকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহভাবে জারি রাখা জরুরি।

সেই প্রচেষ্টারই একটা ধাপ; আগামী প্রজন্মের হাতে আলোক মশাল ধরিয়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের জায়গা থেকে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের পথরেখা এঁকে দেওয়া। পেশাদার ব্যাংকার জনাব আতিক নেসার তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই অতি প্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে কলম ধরেছেন, লিখেছেন *গুড প্যারেন্টিং : সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়*। বাংলা সাহিত্যে প্যারেন্টিং নিয়ে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর এই পরিবেশনা অভিভাবক মহলে সাড়া জাগাবে বলে বিশ্বাস করছি। লেখক গৎবাঁধা ধারাবাহিক আলোচনায় না গিয়ে একেবারে মৌলিক কথামালায় থাকার চেষ্টা করেছেন।

সম্মানিত লেখক, সম্পাদনা পরিষদ এবং বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক আলোকিত প্রজন্মের প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

দু'কলম কৈফিয়ত

'গুড প্যারেন্টিং' বা সঠিকভাবে আদরের সন্তানদের গড়ে তোলা আজকের সময়ে যেকোনো দায়িত্বশীল মাতা-পিতার জন্য চ্যালেঞ্জিং বিষয়। ঠিক কোন কৌশল কাজে লাগালে সন্তানরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে, তা নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। পশ্চিমা বিশ্বে এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক আগ্রহ থাকলেও আমাদের দেশের পরিবেশে 'গুড প্যারেন্টিং' ধারণা নতুন। আমাদের সমাজের অভিভাবকবৃন্দ সন্তান লালন-পালনে সনাতনি ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত। এখানে সন্তান জন্মদান এবং তাদের পরিণত মানুষে উত্তীর্ণ হওয়াকে প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করা হয়। আরেকটা বদ্ধমূল ধারণা হলো, লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি জোটাতে পারলেই সন্তানের জীবনের মোটামুটি সব চাওয়া-পাওয়া সার্থক হয়ে গেল। এ কথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে সমাজে এত অনাচার, বিকৃতি ও বৈষম্যের ছড়াছড়ি কেন? একটা সময়ে সমাজে মূল্যবোধ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করে নিত। এখন দিন বদলেছে। প্রযুক্তির বিস্ময়কর উৎকর্ষে পুরো বিশ্ব যে কারও হাতের মুঠোয়। তাই আজকের সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু শুধু তার পরিবারের সদস্য কিংবা দেশের নাগরিকই নয়, সীমানা ছাপিয়ে বিশ্ব গ্রামের (Global Village) স্মার্ট প্রতিনিধিও বটে। এ প্রেক্ষাপটে মানবশিশুর মন ও মননের বিকাশে স্থানিক ও বৈশ্বিক উপাদানের বিস্তর প্রভাব রয়েছে।

সন্দেহ নেই, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ধারে গত দু-তিন দশকে সমাজের ব্যাপক মেরুকরণ হয়েছে। ব্যক্তির মননে, চিন্তায়, রুচিশীলতায় ও আচরণে এর প্রভাব স্পষ্ট। সেদিক থেকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি খুবই অপ্রতুল। একজন সন্তান, ছাত্র, শিক্ষক, পিতা, স্বামী, পরিবারের সদস্য, কর্মজীবী, সহকর্মী এবং সমাজের অংশীজন হিসেবে নানা মাত্রায় জীবন ও সমাজকে যেভাবে দেখছি বা দেখতে চেয়েছি, সেই লক্ষ্যে দুই মলাটের মাঝখানে কিছু কথা লিখেছি। ক্রমক্ষয়িষ্ণু সমাজের নানা অসংগতি দেখে এ ভাবনায় স্থির হয়েছি যে, সব জটিল সমস্যার সূত্রপাত মূলত পরিবার নামক সংগঠনকে উপেক্ষা করা এবং একে দুর্বল করা থেকে। সুতরাং এর সমাধানও শুরু করতে হবে এই পরিবার থেকেই। আর পরিবার নামক এই সংগঠনের মূল চালক হচ্ছেন মা-বাবা। সামান্য হলেও সমাজের প্রতি নিজের ব্যক্তিগত দায় শোধের তাড়না থেকেই আমার সবিনয় নিবেদন 'গুড প্যারেন্টিং : সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়'। আমার জীবনসাথি শাহলা ও আদরের কন্যা শাহলীন ও আফরিন তাদের প্রাপ্য সময় আমার জন্য উৎসর্গ না করলে হয়তো লেখালেখিতে আমার মনোযোগ দেওয়া হয়ে উঠত না। বিশেষ করে শাহলা সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝেও সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে আমার পাশে থেকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার প্রিয় সহকর্মী মাহবুব-ই-খোদা, শাফায়েত হোসাইন ও গাজী আফসানা

অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির উৎকর্ষ ও নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুরে জান্নাত অনেক যত্ন করে ও সময় নিয়ে বইটির সম্পাদনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের অবারিত কল্যাণ কামনা করি। এ ছাড়া এই প্রচেষ্টায় অনেক সুধীজনের নিরন্তর উৎসাহ, মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। দেশি-বিদেশি বই, জার্নাল ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের নিবন্ধের সহযোগিতা নিয়েছি। প্রত্যেকের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছি। প্রকাশনায় অনেক পরে যুক্ত হয়েও ইতোমধ্যে পাঠকের কাছে নতুনধারার সুরুচি ও সুখপাঠ্যের যোগানী হিসেবে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় নিজেকে নির্ভার মনে করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমাজে এমন অনেক চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যারা সমাজকে নিয়ে ভাবেন এবং সামনে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের সাথি হয়ে চলার প্রত্যাশায়...

আতিক
১৫ জানুয়ারি, ২০১৯

সূচিপত্র

প্যারেন্টিং ভাবনা	১১
প্যারেন্টিং : বাস্তবতা	১৬
শিশুর বিকাশে দক্ষতা পিরামিড	২০
দক্ষতার নানা দিক : শিক্ষা,ভাষা, বিশ্লেষণ	৩৯
সামাজিক দক্ষতা	৫৯
সন্তান পালনে পারিবারিক প্রস্তুতি	৬৮
প্যারেন্টিং আচরণ	৮০
সন্তানদের বেড়ে উঠায় পারিবারিক বন্ধন	৮৬
সন্তান প্রতিপালনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব	১০৪
সন্তান পালন সাধনার বিষয়	১১৯
প্যারেন্টিং : নিজের আয়নায় আমি	১২৪
ঋণ স্বীকার	১২৭

প্যারেন্টিং ভাবনা

> A science requires methodologies, structures, strategies and assumptions. An art requires wisdom, tact, intuition, love and commonsense.Child rearing is a science, an art, and a spiritual endeavor[১].

বর্তমান সময়ে আমাদের ভাবনার ও প্রচেষ্টার বড়ো অংশ জুড়ে আছে সন্তানদের বেড়ে ওঠা। আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা সন্তানদের 'আকাঙ্ক্ষার ধন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। দেখতেই চাই তারা যেন সবকিছু ছাপিয়ে জীবনে অনন্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এই যাত্রায় আমাদের গতানুগতিক স্কুলিং বা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সমস্যাটা বেশি হয়। কোন পদ্ধতির স্কুলিং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে, তা আমরা নিশ্চিত নই। কারও ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসায় পাঠালে সন্তান-সন্ততি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। আবার কারও ধারণা মাদ্রাসা শিক্ষার মান ভালো নয়। কেউবা আবার বাংলা মাধ্যমেই পড়াতে চান।
পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার চাহিদাও একেবারে কম নয়। আবার আদৌ শুধু একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বই সন্তানের সত্যিকারের সফলতা কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। সার্বিকভাবে এটা একটা বড়ো প্রশ্ন, আমরা আসলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কীভাবে গড়ে তুলতে চাই?

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সমাজব্যবস্থার প্রভাব

আমরা ছোটোবেলায় 'জীবনের লক্ষ্য' (Aim in life) নিয়ে রচনা লিখেছি। সবাই ডাক্তার, প্রকৌশলী কিংবা আদর্শ সমাজসেবক হতে চেয়েছি। নীতিগতভাবে 'জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে আমরা যা লিখেছি ও শিখেছি, তাতে দোষের কিছু নেই। আধুনিক পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে হলে এর বিকল্প চিন্তাও করা যায় না। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে নেই মানা। যার স্বপ্ন যত বড়ো, তার তত বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মুশকিল হলো আমাদের সমাজে লেখাপড়ার সব আয়োজন চাকরিকেন্দ্রিক। জ্ঞানী ও আদর্শ মানুষ হওয়া আমাদের কাছে মুখ্য নয়। উন্নতি যদিও একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়; তবুও বেশি আয়, সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস, সন্তানকে আধুনিক স্কুলে পাঠদান ইত্যাদি বিষয়কে সব সমাজেই বৈষয়িক উন্নতির স্বাভাবিক মাপকাঠি ধরা হয়। এ বাস্তবতায় আমাদের দেশেও এসব মাপকাঠিতেই সফলতা-ব্যর্থতাকে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় সন্তান-সন্ততি যেন পিছিয়ে না পড়ে, এজন্য অবিভাবকগণ সদা উদ্‌বিগ্ন।

---

১. Parent Child Relations, Hisham et el, IIIT, USA

বিশেষ উদ্দেশ্যতাড়িত হলেও এগুলো অপ্রয়োজনীয় বা উপেক্ষণীয়ও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে আমরা দুর্নীতির আশ্রয় নিই এবং এ বাবদ যা খরচ হয়, তা বন্ধুমহলে বলে তৃপ্তি বোধ করি। যেন প্রমাণ করতে চাই, অভিভাবক হিসেবে আমি সন্তানের জন্য সর্বোচ্চটুকুই করেছি। অথচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসকাঠামো গঠনের শ্রেষ্ঠ সময়। দুর্নীতির মাধ্যমে যে শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু, তার কাছ থেকে দেশ-জাতি খুব বেশি কিছু কি আশা করতে পারে?

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও শৃঙ্খলা মানতে চাই না। সত্যবাদিতা, সরলতা, উদারতার মতো অসাধারণ গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত না করে ঠগবাজি আর প্রতারণা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। মিথ্যা বলা আর পরচর্চা আমাদের রক্ত-মাংসে মিশে গেছে। পরিবারের বাইরে আমরা কাউকে চিনতে চাই না। রোগীর সেবা করা, তাকে দেখতে যাওয়া যে কত পূণ্যের কাজ, তা আমরা ভুলতেই বসেছি।

বাস্তবতা হলো বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত সিলেবাস, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার শত আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের স্বকীয়তা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ বিনয়ী মানুষের বড্ড অভাব আজ সমাজে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নির্মোহ, নিঃস্বার্থ, উদারচিত্ত মানুষ তৈরির পাঠ নেই। সর্বত্র অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, দুর্নীতি এবং মূল্যবোধহীন জীবনযাপন পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। জীবনমাত্রই যেন ভোগের লীলাভূমি। নতুন প্রজন্ম এ আগ্রাসনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ।

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কী

আমাদের পড়াশোনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনা শুধু টাকা উপার্জন বা বৈষয়িক উন্নতিই নয়। আমাদের পরিচয় আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি এবং আমাদের মূল কাজ সমাজে কল্যাণকর কাজ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য–

> ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো, খারাপ কাজে নিষেধ করো। আর বিশ্বাস করো আল্লাহকে।’[২]

কুরআনে বিনয়ী মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে এভাবে–

> ‘তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কী হতে পারে, যে ভালো কাজ করে, জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।’[৩]

---

২. সূরা আলে ইমরান-১১০।

আমাদের প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হতে হবে জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করার সাধনা করা। অবিরাম উৎকর্ষ অর্জনের প্রচেষ্টার ফলে আমাদের পরকালীন জীবনও সুন্দর হতে পারে। দুনিয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতাই চূড়ান্ত নয়; পরকালীন সাফল্যই প্রকৃতসাফল্য এবং সেখানে ব্যর্থ হলে দুনিয়ার জীবনও অর্থহীন। আমাদের প্রতিদিনের চাওয়া–

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন।'[৪]

আমাদের বিবেচনায় শিক্ষাপদ্ধতি যাই হোক, শিশুর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবার থেকে। ঘর কেবল প্রাথমিক শিক্ষাস্তরই নয়; বরং শিশুর জন্য আগামী দিনের বিস্তীর্ণ জায়গায় নিজেকে মেলে ধরার প্রস্তুতিপর্বের আদর্শ বিদ্যালয়। পরিবারে শিশুর যথাযথ শিক্ষণের জন্য অভিভাবক হিসেবে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কুরআনে বলা হয়েছে–

'তুমি নিজেকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।'[৫]

রাসূল সা. বলেছেন–

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি কাজ ছাড়া সব সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎকর্মশীল সন্তান; যে তাদের জন্য দুআ করে।'[৬]

মহানবি সা.-এর অমীয় বাণীর আলোকে আমরা যেন এমন সৎকর্মশীল সন্তান রেখে যেতে পারি, যারা আমাদের জন্য শুধু দুআ করার যোগ্যই হবে না; বরং জীবন ও সমাজকে সুন্দর, সুশীল ও সভ্য করতে সাধনায় মগ্ন হবে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির সমৃদ্ধি ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে। আমাদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার পরিসর থেকে আমরা এমন একটা সমাজ প্রত্যাশা করতেই পারি, যা হবে মূল্যবোধনির্ভর। কাজেই, আমরা যে সুযোগ পেয়েছি, তার সদ্ব্যবহার দরকার। শুধু আফসোস করে সমাজের চলমান অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়।

সন্তান-সন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। আমাদের গাফিলতির কারণে ছোটো সোনামণিদের বেড়ে উঠা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেজন্য আমরা একটা প্রায়োগিক কৌশল কাজে লাগাতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোকপাত করা হয়েছে, যেন সুহৃদ পাঠক 'গুড প্যারেন্টিং' বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ও মৌলিক ধারণা পেয়ে যান এবং সন্তানদের গড়ে তুলতে সাধ্য মতো চেষ্টা করেন।

---

৩. সূরা হা-মিম-আস সাজদা, আয়াত-৩৩।

৪. সূরা বাকারা, আয়াত-২০১।

৫. সূরা আত-তাহরিম, আয়াত-০৬।

৬. সহিহ মুসলিম-৪৩১০।

প্যারেন্টিং : বাস্তবতা

প্যারেন্টিং একটি বহুমাত্রিক সংবেদনশীল বিষয়। সন্তানের বেড়ে উঠা নির্ভর করে মা-বাবা, বৃহত্তর পরিবার, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যমান মূল্যবোধসহ নানাবিধ অনুঘটকের ওপর। সবগুলো বিষয় একইসঙ্গে একই মাত্রায় মা-বাবার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্যও নয়। আবার মা-বাবাও এসব উপাদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। অবশ্য কতক বিষয় এমন আছে, যা একান্তই ব্যক্তি পর্যায়ের এবং একটু মনোযোগ দিলেই শুধরানো সম্ভব। সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে কৌশল ঠিক করা খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন সমাজের সন্তান লালন-পালন বাস্তবতায় নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করা। এ তাড়না থেকেই এ অধ্যায়ে সচরাচর আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই, প্রত্যক্ষ করি, সেগুলো বিশদ ব্যাখ্যা না করে শুধু চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন মাত্রা ও গভীরতার এই সমাজ বাস্তবতা এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনে রাখলে আমাদের গুড প্যারেন্টিং প্রস্তুতি পর্ব মজবুত হতে পারে।

১. স্বামী-স্ত্রীকেন্দ্রিক সমস্যা

- দুই পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের ভিন্নতা
- দুজনার আধ্যাত্মিক অবস্থানের ভিন্নতা
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বয়সের বড়ো ব্যবধান
- দুজনের লেখাপড়ায় অসামঞ্জস্য
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব
- কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব
- যৌথ পরিবারে সমন্বয়হীনতা
- দুজনের অতিরিক্ত বহির্মুখিতা
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অতি নির্ভরতা
- বড়ো পরিবারে কাজের অসম বণ্টন
- সামর্থ্যের বাইরে আর্থিক খরচ
- পরশ্রিকাতরতা
- সবসময় আপ্রাপ্তির অভিযোগ
- পর নর-নারীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক

- শারীরিক ও মানসিক পীড়ন
- একে অপর থেকে দীর্ঘসময় দূরে অবস্থান
- পরিবারের প্রধানকে মান্যতার ঘাটতি
- সন্তান গ্রহণে সময়ক্ষেপণ ও মনোমালিন্য
- একে অপরের আত্মীয়-পরিজনকে সহ্য করতে না পারা
- কাজের লোকের প্রতি অতি নির্ভরশীলতা
- স্ত্রীর আয়ের ব্যবহারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল
- ছোটোখাটো সমস্যায় তৃতীয় পক্ষকে জড়ানো
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন
- স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ

২. সন্তানকেন্দ্রিক সমস্যা

- সন্তানকে সময় না দেওয়া
- নিজেদের প্রত্যাশা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া
- সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা-বাবার মতের ভিন্নতা
- নিয়মিত সন্তানকে সামনে রেখে ঝগড়া বিবাদে জড়ানো
- সন্তানের অতি কাছের মানুষ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপনে ব্যর্থতা
- অতিরিক্ত কড়া শাসন
- সন্তানের মনস্তত্ত্ব না বোঝা
- লিঙ্গভেদে সন্তানদের মাঝে বৈষম্য
- সন্তানের কাছে মা-বাবার একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ
- জেদের বসে সন্তানকে নির্মম শাস্তি দেওয়া
- নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছার আগেই পড়াশোনার জন্য চাপ দেওয়া
- নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া
- সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে উলটো অবজ্ঞা করা
- স্বাভাবিক সময়ের অনেক পরে সন্তান হওয়া
- একক সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা

৩. পরিবারকেন্দ্রিক সমস্যা

- মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতি
- পরনিন্দা বা পরচর্চা
- মিথ্যার প্রশ্রয়
- ধর্মীয় অনুশাসনে গাফলতি ও বাড়াবাড়ি
- পারিবারিক পরিবেশ আকর্ষণীয় না হওয়া
- পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি বিরূপ আচরণ

৪. সমাজকেন্দ্রিক সমস্যা

- আদর্শ জীবনবোধের অনুপস্থিতি
- সামাজিক অনাচারের বিস্তৃতি
- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- বিনোদনে রুচিহীনতা
- বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব
- ইন্টারনেট আসক্তি
- নিঃসঙ্গতা
- পর্নোগ্রাফি
- ফাস্টফুড আসক্তি
- গৃহবন্দি জীবন
- মাদকাসক্তি
- ভোগবাদিতা : ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ডিজে পার্টি
- সাংস্কৃতিক নোংরামী